সংবাদ

তারিখ ... 27 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

হাতীবান্ধায় আনন্দ স্কুল প্রকল্পে অনিয়ম লুটপাট

আলী আখতার গোলাম কিবরিয়া, হাতীবান্ধা (লালমনিরহাট)

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলা প্রশাসনের অগোচরে স্থানীয় শিক্ষা অফিস ও এনজিওগুলোর যুগপৎ অপকৌশলের জালে শিক্ষকসহ আনন্দ স্কুল কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) কর্মকর্তারা এমনভাবে আটকে গেছেন যে শত চেষ্টা করেও তারা সেখান থেকে আর বেরোতে পারছেন না।

অফিসে বসে এক আনন্দ স্কুলের শিক্ষকের কাছ থেকে ঘুষ নেয়ার সময় হাতীবান্ধার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবদুল মান্নান গত ২০ মে যৌথ বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার পর বিভিন্ন সূত্রে বেশ কিছু নতুন তথ্য বেরিয়ে এসেছে। গত বছর ৪ মার্চ ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে ইউএনও জয়ন্ত কুমার সিকদার যৌথ বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার পর এবারও একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে স্থানীয় সুধিমহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সবাই চাচ্ছেন, আনন্দ স্কুল কার্যক্রমের আদি অন্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত ও নিরীক্ষা করে দেখা হোক।

হাতীবান্ধা উপজেলায় আনন্দ স্কুলের কর্মযজ্ঞ শুরু হয় বিএনপি সরকারের শাসনামল ২০০৬ সাল থেকে। ওই বছর ১০৯টি, ২০০৭ সালে ৯০টি এবং চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৫৭টি স্কুল বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে প্রায় ৩৮৪ কোটি টাকার এ প্রকল্পে দেশের পিছিয়ে পড়া ৬০টি উপজেলা এবং ৭৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এজন্য রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) নামের এ প্রকল্পটি গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঝরে পড়া কিংবা উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে যেতে না পারা ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা। প্রচলিত নিয়মে দুর্গম এলাকা ও চরাঞ্চলে এসব স্কুল খোলার কথা থাকলেও বাস্তবে ওইসব এলাকায় খোলা হয়েছে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি স্কুল। সরকারি বা রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুল ক্যাচমেন্ট এলাকার ভেতরে এসব স্কুল খোলার বিধান না থাকলেও হাতীবান্ধা বন্দরের আশপাশে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো শতাধিক আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে ২৫ থেকে ৩৫ জন শিক্ষার্থী কাগজে কলমে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলোতে রয়েছে গড়ে ১০ থেকে ১২ জন। পাঠদানও নিয়মিতভাবে হচ্ছে না। স্কুলগুলোতে প্রতি বছর ছাত্র উপবৃত্তি, পোশাক, চিকিৎসা, খাতা কলম, খেলাধুলা, উন্নয়ন, ঘর ভাড়া , শিক্ষক বেতন, ছবি তোলা ইত্যাদি বাবদ গড়ে ৬৫ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে যার সিংহভাগ লুটেপুটে খাচ্ছে সুবিধাভোগী এনজিওগুলো ও শিক্ষা অফিস। প্রকল্পের বিধি অনুযায়ী স্কুল নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের এখতিয়ার সিএমসির থাকলেও গ্রাম বাংলার ওই সহজ মনের মানুষগুলোর সরলতার সুযোগ নিয়ে এনজিওগুলো বিতরণের নামে উত্তোলিত লাখ লাখ টাকা লুটে নিচ্ছে। এ ধরনের অবৈধ সুবিধা কায়েমের জন্য বিভিন্নভাবে প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ নিয়েছে হাতীবান্ধার নাম সর্বস্ব বেশ কয়েকটি এনজিও। শিক্ষা অফিসের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে এনজিও প্রতিনিধিদের হরিহর সম্পর্ক দেখে সিএমসির সরল কর্মকর্তারা তাদেরকে 'গুরুঠাকুর' বলে বিবেচনা করে থাকে।

চলতি বছর ৫৭টি স্কুলের মধ্যে আউস পেয়েছে ১৭টি, ড্রিমলাইট ১৯টি, কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ১১টি, সিআইএসডি ৬টি এবং হিতৈষী বাংলাদেশ পেয়েছে ৪টি। ৫৭টির মধ্যে চলতি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৩৭টি আনন্দ স্কুলের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রাপ্য শিক্ষা, পোশাক ভাতা ও শিক্ষা অনুদান বাবদ রক্ষ থেকে হাতীবান্ধা সোনালী ব্যাংকে এসেছে ১৫ লাখ ১৭ হাজার ৫ শ' টাকা। আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত এনজিওগুলো ইতোমধ্যে ওই টাকা হিস্যা অনুযায়ী সিএমসির মাধ্যমে তুলে নিয়ে যে যার সাধ্যমতো পকেটে পুরেছে।

রক্ষের বিধিমালায় এনজিওর জন্য বয়স ৫ বছর এবং শিক্ষা প্রকল্পে কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতার শর্ত বাধ্যতামূলক হলেও সেসবের তোয়াক্কা না করে জনৈক বিএনপি নেতার সদ্য প্রতিষ্ঠিত আদর্শ উন্নয়ন সংস্থার (আউস) জন্মের ১ বছর না পেরোতেই বাস্তবায়নের জন্য ওই এনজিওকে দেয়া হয়েছে ১৭টি আনন্দ স্কুল। উপজেলা বিএনপির সভাপতির বিশেষ সহকারী হিসেবে সমধিক পরিচিত হাতীবান্ধা উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান সেলিম (ছাত্রজীবনে শিবির নেতা) আউসের পরিচালক। সেক্রেটারি পদ ধারণ করে আউসের নিবন্ধনের জন্য সে হাতীবান্ধা সমাজসেবা অধিদপ্তরে ০৮.০৫.০৭ তারিখে আবেদন করে। আবেদনপত্রে সাক্ষ্য দিয়েছেন টংভাঙ্গার ইউপি চেয়ারম্যান বিশিষ্ট জামায়াত নেতা হাবিবুর রহমান সাতা ও বড়খাতা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নূর-এ-ইলাহী। আউস নিবন্ধন পেয়েছে ২৬.০৭.০৭ তারিখে, নম্বর ২৫১/০৭। অভিযোগ রয়েছে, সদ্য গ্রেফতারকৃত সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবদুল মান্নানের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সিএমসি সভাপতিদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এবং ভয় ভীতি দেখিয়ে সেলিম চুক্তি নামায় স্বাক্ষর নিয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, হাতীবান্ধা উপজেলার শিক্ষা অফিসার মাসুদ করিম এক সময় ছাত্রদলের নেতা ছিলেন। বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার কোন এক বিএনপি সমর্থক পরিবারের সন্তান তিনি। আউস সেলিমের সঙ্গে তার আদর্শগত আত্মীয়তা থাকার সুবাদে বিধিসম্মত না হওয়ার পরও এবং এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন সাপেক্ষে কর্ম প্রক্রিয়া পরিচালনায় ডিসির অনুমতি নেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও সেসবের ধার না ধেরে সেলিম কাজটি বিনা বেগেই পেয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে মাসুদ করিম বিএনপির সঙ্গে তার সম্পৃক্তার অতীত বর্তমান পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তিনি সংবাদকে জানান, এনজিওর কাজ করতে ডিসি বা ইউএনওর অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। এক তথ্যে জানা গেছে, জেলায় কাজ করতে গেলে ডিসির অনুমতি বাধ্যতামূলক। এদিকে পশ্চিম বেত্রগ্রামের লুৎফর রহমান দক্ষিণ গড্ডিমারী গ্রামের নুর-ইসলাম এবং একই গ্রামের আজিজার রহমানের কাছ থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মাসুদ করিম ঘুষ নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মাসুদ করিম অন্যত্র বদলি নিয়ে হাতীবান্ধার বেসামাল পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন বলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষা অফিসের এক কর্মকর্তা এ প্রতিনিধিকে জানান।

আর এক এনজিও 'ড্রিমলাইট' দিনাজপুর সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ৩১.০১.২০০০ তারিখে নিবন্ধন লাভ করে, যার নম্বর ১৫৮২। এনজিওটির কর্ম এলাকা দিনাজপুর জেলা ভিত্তিক। অথচ এটি ২০০৬ সাল থেকে হাতীবান্ধায় আনন্দ স্কুলের ওপর কাজ করে আসছে। ড্রিমলাইটের থানা ম্যানেজার উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আনোয়ার হোসেন মিরু তার অফিস প্যাডে চতুরতার আশ্রয় নিয়ে 'দিনাজপুর/সমগ্র বাংলাদেশ' স্মারক ব্যবহার করে জালিয়াতি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এক প্রশ্নের জবাবে সে এ অভিযোগ অস্বীকার করলেও অনুমোদন ও অনুমতি না নেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেনি। অপর এনজিও কৃষি উন্নয়ন সংস্থার কর্ম এলাকা ঢাকা জেলা হওয়া সত্ত্বেও (নিবন্ধন ঢ-০৫০১১, তারিখ ২৬.০৯.২০০০) এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন ও ডিসির অনুমতি ছাড়াই হাতীবান্ধায় কাজ করছে।

আনন্দ স্কুলের এসব অনিয়ম দুর্নীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য জানতে চাইলে হাতীবান্ধার ইউএনও মো. লুৎফুর রহমান 'সংবাদ'কে বলেন, আনন্দ স্কুলের কার্যক্রমে তার বা উপজেলা প্রশাসনের কোনই সম্পৃক্ততা নেই যা উপজেলা পরিষদের সভার রেজুলেশনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আনন্দ স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের নামে গড়পরতা ১০ হাজার টাকা ঘুষ নেয়া হয়েছে। গোপন সূত্রে জানা গেছে, গত কদিন আগের এক গভীর রাতে অফিসার্স ক্লাবে ঘুষের ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা এনজিও প্রতিনিধি ও শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। তদন্ত হলে আনন্দ স্কুলের ব্যাপক দুর্নীতি ধরা পড়বে বলে অনেকেই মন্তব্য করেন।